দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 16 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

20

দক্ষ স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক দুর্নীতিমুক্ত সুশৃঙ্খল গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের সংস্কারের লক্ষ্য ॥ শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের প্রশাসন হবে জনগণের সেবার জন্য, জনগণকে শাসন করার জন্য নয়। এ প্রশাসন ব্যবস্থাকে হতে হবে দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত স্বল্প ব্যয়, সুশৃঙ্খল ও গতিশীল। এ লক্ষ্য অর্জনই হবে আমাদের প্রশাসন সংস্কারের মূল লক্ষ্য।

রবিবার ঢাকায় 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে আমার কাছে ১৬টি সুপারিশ পেশ করেছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে জনজীবন আরও সহজ ও বিড়ম্বনামুক্ত হবে; প্রশাসন আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে। এ কারণে আমরা কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছি এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি প্রশাসনিক সংস্কারের সমর্থনে এগিয়ে আসতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসমর্থন ও জাতীয় ঐকমত্য।

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার
ফল ১১-এর পাতায়

দক্ষ স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক

(৮-এর পাতার পর)

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক। এতে বক্তৃতা করেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড ই লকউড, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (বিইউপি) চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একে আমাদের স্বাধীন দেশের সমাজ চাহিদা, জাতীয় উন্নতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, প্রশাসনের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান সর্বাগ্রে এবং দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। তাদের সার্বিক নির্দেশনায় মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা সরকারের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। একটি অর্থবহ জনপ্রশাসন ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে আগে গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের সরকার প্রশাসনিক সংস্কারে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আমাদের অঙ্গীকার হোক "জনসেবার জন্য প্রশাসন"।

এটিএম শামসুল হক বলেন, লালফিতার দৌরাত্ম্য ও অদক্ষতা পুরো প্রশাসনকে গ্রাস করেছে। এ অবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। তিনি প্রশাসনে মৌলিক সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডেভিড ই লকউড প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সকল মন্ত্রণালয়ে দক্ষতা ইউনিট প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। প্রশাসনে পেশাদারিত্ব বিকাশের লক্ষ্যে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি তিনি জোর দেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, প্রশাসনিক দুর্বলতার নেপথ্যে রয়েছে রাজনীতিক, আমলাতন্ত্র ও বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অশুভ যোগাযোগ। তিনি বলেন, '৭২ সাল থেকে এ যাবত আমরা প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে ১৮টি কমিশন-কমিটির রিপোর্ট পেয়েছি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাইনি।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, জনপ্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি রোধের সবচেয়ে ভাল উপায় হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা।

এ আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী দিনে পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ও বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে দু'টি কর্ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে, বাংলাদেশে জনপ্রশাসন ঃ দক্ষতা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা' বিষয়ে ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ এবং 'বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য আমিনুল ইসলামের উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, এনজিও প্রতিনিধি, দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রমুখ।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, ভাল শাসন ব্যবস্থার জন্য দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সম্পন্ন ভাল প্রশাসন দরকার। তিনি বলেন, দুর্নীতি রোধের জন্য প্রশাসনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর বেতন-ভাতা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা সরকারের বাজেটের ওপর নির্ভর করে।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, দেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত থাকার সুযোগে রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র তাদের বঞ্চিত করছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক নেতা নির্ভরতা রয়েছে। তারা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে উপেক্ষা করে।

তিনি বলেন, প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনকে সবাই স্বীকার করে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া সংস্কার সম্ভব নয়। অথচ এখানে একদল ক্ষমতায় গেলেই তার বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। অধ্যাপক চৌধুরী সকল কালো আইন বাতিল, বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং সংসদীয় কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সেমিনারের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশ্বব্যাংক ঢাকা মিশনের সাবেক প্রধান পিয়েরে ল্যান্ডল মিলস তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের কারণে প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সংস্কারের প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নইলে একের পর এক কমিটি-কমিশন আর রিপোর্ট পাওয়া যাবে, সংস্কার হবে না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উচ্চ পর্যায় থেকে বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় সংস্কার কার্যক্রমকে থমকে দেয়া হয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

কমনওয়েলথ সচিবালয়ের উপদেষ্টা স্যার কেনেথ স্টোয়ে প্রশাসনে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

সেমিনারে আলোচকরা সংস্কার কার্যক্রমকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সীমিত না রেখে দ্রুত বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন। তারা সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন।